১১=

কুষ্টিয়া হাই স্কুল, কুষ্টিয়া

মোছা: মিম খাতুন

শ্রেণি: ১০ম

রোল : ০৪

বিভাগ : বিজ্ঞান

মোবাইল নম্বর: 01762-917181

১১

ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব

ভূমিকাঃ প্রত্যেক দেশে বা জাতির একটি বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি আছে এবং সেই সংস্কৃতির পাদপীঠে জাতীয় জীবনকে দাঁড় করিয়ে জগতের দরবারে তাদের বৈশিষ্ট্যকে দেখাতে চায়। এ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তাদের জীবনযাত্রার ছন্দ একটা বিশেষরূপে প্রকাশ করে। পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের মধ্যে প্রত্যেক জাতির একটা গৌরবময় রূপ আছে, আর সে রূপটি ফুটে ওঠে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে।

সংস্কৃতি কথাটির অর্থঃ সংস্কৃতির মধ্যে একটি 'কৃতি বা প্রাণময় বিকাশের জন্য সৃষ্টিমূলক দিক আছে আর আছে চিত্রকর্মের সুগভীর প্রকাশ ব্যাকুলতা। বাইরের সৃষ্টিমূলক বিকাশের দিকটির সঙ্গে তাল রেখে যদি চিত্তের বিকাশ সাধন না ঘটে, তবে সত্যিকার সংস্কৃতি গড়ে উঠিতে পারে না। কর্মময় শক্তি

ও জ্ঞানপিপাসু মনের পারস্পারিক সক্রিয়তা-ই গড়ে তোলে একটি বিশেষ দেশের বা জাতির সংস্কৃতিকে। সংস্কৃতি তাই একটি জাতির প্রাণসত্তার কর্মময় ও চিন্ন অভিব্যঞ্জনা। সংস্কৃতিক ইতিহাসের তারেই বেজে ওঠে একটি জাতির মর্মধ্বনি।

ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতির চর্চা: একটি দেশের সংস্কৃতির মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি রয়েছে। একটি দেশের ভবিষ্যৎ হলো সে দেশের অধিকাংশ তরুণেরা। কিন্তু তাদের ওপর অপসংস্কৃতির প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক। তরুণরা চঞ্চল, তারা চায় সদা নতুনত্বের সাথেই চলতে। এই এগিয়ে যাওয়াতে তারা যে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে তা তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। তাই একমাত্র সুস্থ সংস্কৃতি-ই পারে ক্যারিয়ারে সফলতা আনতে। কোনো ভালো সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে পারস্পারিক বিনিময়

করার মাধ্যমে নতুন নতুন উপাদান সংগ্রহ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। বর্তমানের তরুণেরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের মাঝে সুস্থ সংস্কৃতি প্রবেশ করাতে হলে, যারা নাটক, সিনেমা তৈরি করছেন তাদেরকে সুস্থতার প্রতি যত্নবান হতে হবে। আবার সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে দেশে একটি সাংস্কৃতিক গণজাগরণ তৈরি করতে হবে। জেলা-উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি গুলো এখনো ঘুমাচ্ছে, তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মতো সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। নিয়মিতভাবে বাঙালি বা জাতিসত্তার সংস্কৃতিচর্চা থাকতে হবে। এই অস্থির সময়ে আমাদের আগামী প্রজন্মকে তাই সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে দেশ ও নিজের ক্যারিয়ার দুটোই রসাতলে

চলে যাবে। অবশ্য আমাদের শিকড় সংস্কৃতি ছাড়া দেশের ইতিহাস পরিপূর্ণতা দাবি করতে পারে না। তাই অকৃত্রিম ও সব ইতিহাসের মা আবহমান গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতিকে জানা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ তরুণেরা অপসংস্কৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। তারা কখনোই তাদের ক্যারিয়ার সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে না। কারণ এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। আমরা ছোটবেলা থেকেই সমাজের বিভিন্ন নিয়ম নীতি, আইন-কানুন শিখতে শিখতে বড় হয়। সমাজের এই নিয়ম-নীতি গুলো আমাদের জীবন গঠনে অনেক অবদান রাখে। তাই যদি আমরা সুস্থ সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের জীবনে ফেলতে পারি তাহলে আমরা সফল হব। আর তার বিপরীত হলে আমাদের ক্যারিয়ারে নেমে আসবে ধ্বংসের কালোছায়া। তাই

একটি সুস্থ সংস্কৃতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্কৃতির বিকাশ, বৈচিত্র্য ও বিবর্তন: সংস্কৃতির বিকাশ, বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের গতি বিংশ শতাব্দীতে অনেক বেগবান হয়েছে। মানুষের অভ্যাস, ভাবনা, শিক্ষা এবং মূল্যবোধের এই পরিবর্তনের মূলে কারণ বিশ্ব সংস্কৃতির সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন। মানুষ বিভিন্নভাবে অন্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হতে পারে। যার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সংগীত। এ ছাড়া নৃত্য, সিনেমা, টেলিভিশন, ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়। আমাদের সংস্কৃতির উপর ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব অনন্ত গভীর। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন মেসোপটেমিয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, ইনকা সভ্যতা, অ্যাজটেক ও মায়া সভ্যতা ইত্যাদি ছিল মানুষের সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তনের প্রধান কেন্দ্র। সংস্কৃতির বিকাশ, বিবর্তন ও বিশ্বায়নে

দর্শন তথা গ্রীক দার্শনিকদের অবদান অনেক। তৃতীয় বিশ্বের মেধাবীরা উন্নত দেশগুলোতে স্থায়ী আবাস গড়ার পেছনে শুধু অর্থ নয়, মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের এই দেশত্যাগ সংস্কৃতির বিবর্তন এবং সংযোজনের একটি অদৃশ্য সেতু।

উপসংহার: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুককেই এর সামগ্রিক রূপ বলে ধরে নেওয়া চলবে না। নতুন কিছু তৈরি করে ক্যারিয়ার সফল করার মানস-প্রবণতাকে জাগিয়ে রেখে জাতীয় সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে হবে। পরিশেষে, বিশ্ববাসীর চোখে নব নব সংস্কৃতি দ্বারা বাংলাদেশ স্মরণীয় হয়ে উঠুক এই সকলের কামনা।